

FQH = 25

সালাত শুরু করার পূর্বের- শর্ত (ফরজ)

1

## শর্তসমূহ

১. জায়গা পাক

২. কাপড় পাক

৩. শরীর পাক

৪. সতর ঢাকা

৫. কিবলামুখী হওয়া

৬. ওয়াক্তমতো নামাজ পড়া

৭. (অন্তরে) নামাজের নিয়ত করা

## ১. জায়গা পাক

সালাতের স্থান পাক হওয়া: রাসূলুল্লাহ সা. বলেন,

إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ، وَلَا الْقَذَرِ

“নিশ্চয় মসজিদ গুলোতে পেশাব-পায়খানা করা কোনো ক্রমেই সঙ্গত নয়।” সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪২৯

## ২. কাপড় পাক

কাপড় পাক হওয়া: পরনের জামা, পায়জামা, লুঙ্গি, টুপি, শাড়ি- ইত্যাদি পাক পবিত্র হওয়া।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ আর তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র কর। সূরা মুদাসসির- ৪

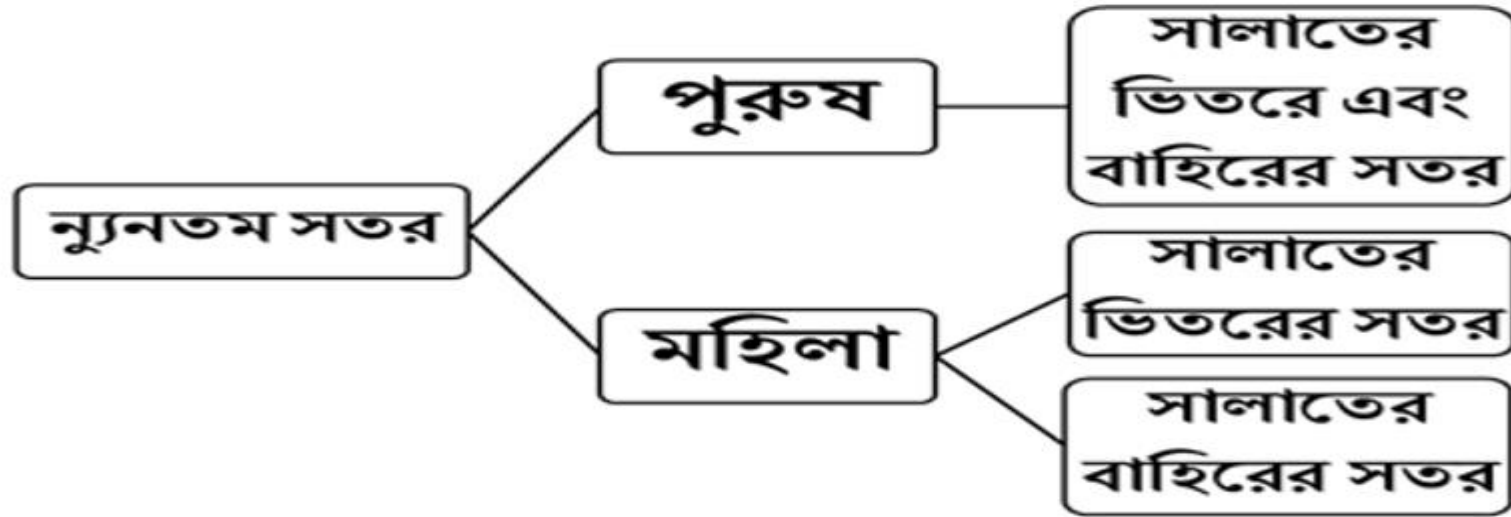
## ৩. শরীর পাক

শরীর পাক হওয়া: এ জন্য অজুর দরকার হলে অজু বা তায়াম্মুম করতে হবে। আর গোসলের প্রয়োজন হলে গোসল বা তায়াম্মুম করতে হবে। এ প্রসঙ্গে কুরআনে আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

“হে মুমিনগণ, যখন তোমরা সালাতে দণ্ডায়মান হতে চাও, তখন তোমাদের মুখ ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর, মাথা মাসেহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত পা ধৌত কর” সূরা মায়েদা- ৬

## ৪. সতর ঢাকা



পুরুষের জন্য সালাতে এবং সালাতের বাহিরে নাভীর নিচ থেকে উভয় হাঁটু সহ ঢেকে রাখা আবশ্যিক। উল্লেখ্য, নাভী থেকে হাঁটুর ভিতরের অংশ যদি বিবস্ত্র অবস্থায় থাকে; তাহলে তখন অন্য কোন পুরুষেরও তার দিকে তাকানো জায়েয নেই।

## মহিলাদের সালাতের ভিতরের সতর

আর মহিলাদের জন্য [সালাতে] সম্পূর্ণ চেহারা, উভয় হাতের তালু এবং উভয় পায়ের তালু ব্যতীত সম্পূর্ণ শরীর ঢেকে রাখা আবশ্যিক। অবশ্য যদি উভয় হাত (কবজি পর্যন্ত) ও উভয় পা (গোড়ালী পর্যন্ত) সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় তাহলেও একটি গ্রহণযোগ্য মতানুযায়ী নামায শুদ্ধ হবে। রদ্দুল মুহতার: ২/৯৩

## গায়রে মাহরামদের সামনে

সালাতের বাইরে মহিলাদের জন্য গাইরে মাহরামদের সামনে; চেহারাসহ পূর্ণ শরীরই সতর। সূরা আহযাব - ৫৯  
ক. হযরত উম্মে সালামা রাঃ বলেন, যখন কুরআনে কারীমের এ আয়াত يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَيبِہِنَّ তথা “তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়। (মাথার দিক থেকে)” সূরা আহযাব-৫৯ নাযিল হয়, তখন আনসারী মহিলারা স্বীয় ঘর থেকে এমনভাবে বের হতো যেন তাদের মাথায় কাক বসে আছে। আবু দাউদ, ৪১০১

খ. হযরত আব্দুল খায়ের বিন সাবেত বর্ণনা করেন যে, একদা এক মহিলা রাসূল সা. এর কাছে আসলেন। যাকে উম্মে খাল্লাদ বলা হয়। তিনি এমতাবস্থায় আসলেন যে, তার চেহারা পর্দাবৃত ছিল। সে এসে তার নিহত সন্তানের ব্যাপারে অভিযোগ জানায়। তখন কতিপয় সাহাবী তাকে বলেন, “তুমি তোমার ছেলের ব্যাপারে অভিযোগ দাখিল করতে এসেছে, তারপরও তুমি পর্দাবৃত হয়ে এলে?” তখন উম্মে খাল্লাদ বলেন, যদিও আমার ছেলের ওপর বিপদ এসেছে, এর মানে তো আমার লজ্জা শরমের ওপরও বিপদ আসেনি। আবু দাউদ-২৪৮৮

মাহরাম পুরুষ এবং অন্য মহিলাদের সামনে; মহিলাদের সতর

□ মহিলাদের জন্য মাহরাম পুরুষ এবং অন্য মহিলাদের সামনে সতর হল, মাথা, চুল-গর্দান, কান, হাত, পা, টাঁখনু, চেহারা, গর্দান সংশ্লিষ্ট সিনার উপরের অংশ ছাড়া বাকি পূর্ণ শরীর সতর। রদুলা মুহতার ৯/৫২৭

## সতর রিলেটেড মাসআলা

- যদি পরিহিত কাপড় এমন পাতলা হয়, যা দ্বারা শরীরের ঐ অঙ্গ যা সালাতে ঢেকে রাখা ফরয, দৃষ্টিগোচর হয় অথবা কাপড়ের বাহির থেকে চামড়ার রং প্রকাশ পায় তাহলে নামায হবে না। ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ১/৫৮
- মোটা কাপড়, যা দ্বারা শরীরের রং প্রকাশ পায় না কিন্তু শরীরের সাথে এমনভাবে লেগে থাকে যে, দেখলে শরীরের অবকাঠামো স্পষ্টরূপে বুঝা যায়, এমন কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করলে যদিও হয়ে যাবে তবে ঐ ধরনের পোষাক পরিহিত অবস্থায় প্রকাশ পাওয়া অঙ্গ সমূহের দিকে তাকানো অপরের জন্য জায়েয নেই। এমন পোষাক মানুষের সামনে পরিধান করা নিষিদ্ধ। মহিলাদের জন্য তো একেবারেই নিষিদ্ধ। রদ্দুল মুহতার, ২/১০৩

## ৫. কিবলামুখী হওয়া

কিবলা মানে কাবার দিকে মুখ করে সালাত পড়া। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

“আর তুমি যেখান থেকেই বের হও, তোমার চেহারা মাসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক, তার দিকে তোমাদের চেহারা ফিরাও।” সূরা বাকারাঃ ১৫০

আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী সা. বলেন,

إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة...

“যখন তুমি সালাতের জন্য দণ্ডায়মান হও, পরিপূর্ণরূপে অযু কর অতঃপর কিবলা মুখী হও।” সহীহ বুখারী, ৭৯৩; সহীহ মুসলিম, ৩৯৭

## কিবলামুখী রিলেটেড মাসআলা

□ নামাযী ব্যক্তি যদি শরয়ী অপারগতা ছাড়া ইচ্ছাকৃত ভাবে কিবলার দিক থেকে-

বুককে ফিরিয়ে নেয় যদিও তৎক্ষণাৎ কিবলার দিকে ফিরে যায় তবুও নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে ফিরে যায় ও তিনবার **اللَّهُ سُبْحَانَ** বলার পরিমাণ সময়ের পূর্বেই কিবলার দিকে ফিরে আসে তবে তার নামায ভঙ্গ হবে না। আল বাহরুর রাইক, ১/৪৯৭

□ যদি কিবলার দিক থেকে শুধু মুখ ফিরে যায়, তাহলে তৎক্ষণাৎ কিবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে আনা ওয়াজিব, এতে নামায ভঙ্গ হবে না। কিন্তু বিনা কারণে এরূপ করা মাকরুহে তাহরীমী।

□ যদি এমন কোন স্থানে পৌঁছে থাকেন যেখানে কিবলা কোন দিকে তা জানার কোন মাধ্যম না থাকে, অথবা এমন মুসলমানও পাওয়া যাচ্ছে না, যার নিকট জিজ্ঞাসা করে জেনে নেয়া যেতে পারে, তবে ‘তাহাররী’ অর্থাৎ চিন্তাভাবনা করে কিবলা ঠিক করতে হবে, যেদিকে কিবলা হওয়ার প্রতি মনের ধারণা বদ্ধমূল হয়, সেদিকেই মুখ করে নামায আদায় করতে হবে। আপনার জন্য ঐ দিকটাই কিবলা। ফতহুল কদীর, ১/২৩৬

□ ‘তাহাররী’ বা চিন্তাভাবনা করে নামায আদায় করার পর জানা গেলো যে, কিবলার দিকে নামায আদায় করা হয়নি। তারপরও নামায হয়ে যাবে, পুনরায় আদায়ের প্রয়োজন নেই। ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ১/৬৪

□ এক ব্যক্তি ‘তাহাররী’ বা চিন্তাভাবনা করে নামায পড়ছে, অন্য এক ব্যক্তিও তার দেখাদেখি ঐ দিকে মুখ করে নামায আদায় করলো; এমতাবস্থায় শেষোক্ত ব্যক্তির নামায হয়নি, কারণ ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রতিও চিন্তাভাবনা করে দিক নির্ধারণ করার নির্দেশ ছিলো। কিন্তু সে করেনি। রদুল মুহতার, ২/১৪৩



## ৬. ওয়াত্তমতো নামাজ পড়া

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

“নিশ্চয় সালাত মুমিনদের ওপর নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত।” সূরা আন-নিসা ১০৩

রাসূলুল্লাহ সা. কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করার প্রমাণ: হাদীসে এসেছে, জিবরীল আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রথম দিন সালাত আদায় করা শেখান প্রত্যেক সালাতের শুরু ওয়াত্তে, আর পরের দিন সালাত আদায় করা শেখান প্রত্যেক সালাতের শেষ ওয়াত্তে। অতঃপর বলেন,

يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقَّتَيْنِ

“হে মুহাম্মাদ! এটি তোমার পূর্ববর্তী নবীদের ওয়াত্ত। এ সময়দ্বয়ের মধ্যবর্তী সময়ই হলো সালাতের সময়।” সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৭১

## ৭. (অন্তরে) নামাজের নিয়ত করা

সালাত আদায়ের জন্য সেই ওয়াত্তের সালাতের নিয়ত করা আবশ্যিক। নবী সা. বলেন, *إنما الأعمال بالنية* নিশ্চই আমলের গ্রহণযোগ্যতা নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। বুখারী, হাদিস-১

নিয়ত রিলেটেড মাসআলা

- ❑ নিয়ত অন্তরের পাকাপোক্ত ইচ্ছাকে বলা হয়। বাদায়েয়ুস সানায়া/তাহতাবী ২১৫
- ❑ নিয়তের নিম্নতম স্তর হচ্ছে এটাই, যদি তখন কেউ জিজ্ঞাসা করে “কোন সালাত আদায় করেছেন?” তাহলে তৎক্ষণাৎ বলে দেওয়া। আর যদি অবস্থা এমনি হয় যে, চিন্তা ভাবনা করে বলে, তাহলে সালাত হবে না। ফাতোওয়ায়ে আলমগিরী, ১/৬৫

মুখে নিয়ত করা আবশ্যিক নয়। অবশ্য অন্তরে নিয়ত রেখে মুখে বলে নেয়া উত্তম। আবার নিয়ত আরবীতে বলাও জরুরী নয়, বাংলা, উর্দু ইত্যাদি যে কোন ভাষায় বলা যায়। রদ্দুল মুহতার ২/১১৩

- ❑ মুখে নিয়ত বলাটা বিবেচ্য নয়। অর্থাৎ যদি অন্তরে যোহরের সালাতের নিয়ত থাকে আর মুখে আসর উচ্চারিত হয়ে যায় তবে এমতাবস্থায় যোহরের সালাত হয়ে যাবে। রদ্দুল মুহতার ২/১১২
- ❑ ফরয সালাতের মধ্যে ফরযের নিয়ত করা আবশ্যিক। যেমন- অন্তরে এ নিয়ত থাকবে যে, আজকের যোহরের ফরয সালাত আদায় করছি। রদ্দুল মুহতার, ২/১১৬

- ❑ বিশুদ্ধ (অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ) মত হচ্ছে, নফল, সুন্নাত ও তারাবীতে শুধু সালাতের নিয়তই যথেষ্ট।
- ❑ মুক্তাদীর জন্য ইকদিতা করার সময় এভাবে নিয়ত করাও জায়েয আছে যে, “যেই সালাত ইমামের, সেই সালাত আমারও।”
- ❑ জানাযার সালাতের নিয়ত হচ্ছে, “সালাত আল্লাহ্ তাআলার জন্য আর দোয়া এই মৃত ব্যক্তির জন্য।” রদ্দুল মুহতার ২/১২৬
- ❑ ওয়াজিব সালাতে; ওয়াজিবের নিয়ত করা আবশ্যিক। আর সেটাকে নির্দিষ্টও করবেন। যেমন ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, মানতের সালাত, তাওয়াফের পর সালাত (ওয়াজিব তাওয়াফ), অথবা ঐ নফল সালাত যেটাকে ইচ্ছাকৃত ভাবে ভঙ্গ করা হয়েছে, সেটার কাযা করাও ওয়াজিব হয়ে যায়। তাহতাবী-২২২
- ❑ ‘সিজদায়ে সাহ্’ ‘সিজদায়ে শোকর’ যদিও নফল তবে এর মধ্যেও নিয়ত করা আবশ্যিক। রদ্দুল মুহতার ২/১২০